ফ্যামিলী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. মুজিবুর রহমান এর সঙ্গে মরুপলাশ এর এক ঝলক সাক্ষাৎ / পাঠকদের জন্য কিছু পরামর্শ

চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার লোহাগারা গ্রামে ১৯৫৬সালে জন্ম গ্রহণ করেন ফ্যামিলী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. মুজিবুর রহমান। সুরসিক এই ডাক্তারের সঙ্গে মরুপলাশ এর পক্ষ থেকে আমরা যোগাযোগ করি আমাদের বিশাল পাঠকগোষ্ঠীর জন্যে ওনার একটি সাক্ষাৎকার দেবার জন্যে।

ওনি তাতে আন্তরিকভাবেই সম্মতি জানান এবং রিয়াদের নিজ বাসভবনে বসেই তিনি মরুপলাশ এর মুখোমুখি হন। বলে যান আবেগময় কণ্ঠে তার প্রবাসজীবন শুরুর নেপথ্য, আনন্দ-বেদনা এবং তার স্বপ্নের কথাগুলো। সত্য উচ্চারণে সাহসী, বন্ধুবৎসল ডা. মুজিব অকপটে বলে যান তার জীবনের না বলা কথাগুলো।

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ থেকে তিনি এমবিবিএস করেন। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগের লেকচারার হিশেবে কর্মরত ছিলেন ৪ বছর। এখানেই তার স্বদেশে চাররি জীবনের ছন্দপতন ঘটে। তিনি দেশের মানুষের সেবার বদলে কেন বিদেশকে বেছে নিলেন এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি যা বললেন... এক যুবতির লাশ পোষ্টমর্টেম করা না করাকে নিয়েই এই বিপত্তি ঘটে।

ডা. মুজিব বলেন=বিভাগীয় প্রধান বলছেন, ঐ যুবতির লাশটিকে কাটাছেড়া না করে জাষ্ট একটি আত্মহত্যার রিপোর্ট তৈরী করে দিতে। এতে আমি সরাসরি আপত্তি করি। আমার কথা হলো যেহেতু এটা আমার দায়িত্ব, তাই আমার কাজটি আমি পূর্ণাঙ্গভাবে না করে, নিশ্চিত না হয়ে কোন রিপোর্ট দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

তাতে বিভাগীয় প্রধান ক্ষেপে গিয়ে আমাকে বরিশাল মেডিক্যালে বদলির অর্ডারের ব্যবস্থা করলেন। অথচ আমার স্ত্রী ডা. লুৎফাও এখানে কর্মরত। তাই আমার পক্ষে বরিশাল যাওয়াও সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দিলাম। উল্লেখ্য লাশটি ছিলো এক সুন্দরী যুবতি টিভি উপস্থাপিকার। এবং সে ছিলো গর্ভবতী!?

চিকিৎসকদের মাঝেই যখন এমনি চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় পেলাম। তখনই দেশীয় আবহাওয়ায় থেকে আর্তমানবতার সেবা করার সিদ্ধান্তটি পাল্টাতে বাধ্য হলাম। এবং বাধ্য হয়েই বিদেশে পাড়ি দিই। বিদেশে পাড়ি দেবার পেছনেও একটি মজার ঘটনা।

বলা যায় একটু হেলাফেলার মাঝেই বেশ কিছুকাল আগে ইরানের একটি মেডিক্যাল রিক্রুটিং টিম এলে সেখানে ইন্টারভিউ দিই। আমার চাকুরির ক্ষেত্রে যখন এই অনিশ্চয়তা বিরাজ করছিলো, ঠিক তখনই ঐ ইন্টারভিউর জায়গা থেকে একটি চিঠি পাই যে, তারা আমাকে নির্বাচিত করেছে ইরানের জন্য। দ্রুত সকল প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাশপোর্ট, সার্ভিস চার্জ নিয়ে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয় সেই চিঠিতে।

বলা যায় আল্লাহর ইছায় যেন হঠাৎ করেই আমার চোখের সামনের ঘোর অমানিশা কেটে যেতে থাকলো। দুঃখ এবং ভারাক্রান্ত মনেই আমি স্বদেশ ত্যাগ করি ইরানের উদ্দেশে সেই ১৯৮৭ সালে। ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯৪সাল পর্যন্ত আমি ইরানে কাটাই। ইরানের প্রত্যন্ত অঞ্চলে চিকিৎসার কাজে আমাকে যেতে হয়েছে। সেখানকার মানুষকে আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি - জেনেছি। সে এক চমৎকার অভিজ্ঞতা।

তাদের নির্মল বন্ধুবৎসলতা, অতিথি পরায়নতা আমাকে বারবারই মুগ্ধ করেছে। ডাক্তারদের প্রতি তাদের প্রবল ভক্তি আমাকে চমৎকৃত করেছে। তখনকার সময়ে সেদেশে পেট্রোল ছিলো খুবই সস্তা। বর্তমানের কথা আমি বলতে পারবো না।

পারিবারিক পরিবেশে এক আনন্দঘন মুহূর্তে ডা. মুজিব, তাঁর সহধর্মিনী ডা. লুৎফা, এবং একমাত্র তনয়া তাসনুভা রহমান।

সেদেশের নিয়ম হলো গাড়ি নিয়ে পেট্রোল পাম্পে গেলে কেউ এসে আপনাকে পেট্রোল ঢেলে দেবে না। বরং সেলফ সার্ভিসের মতোই আপনাকে নিজে নিজেই পেট্রোল ভরে

তারপর সেখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন লোক আছেন তার কাছে পয়সাটি দিয়ে যেতে হবে।

সবার বেলায় একই নিয়ম। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি যখনই আমি পেট্রোল পাম্পে যেতাম সে দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকটি দৌড়ে এসে আমার গাড়িতে পেট্রোল ঢেলে দিত এবং পয়সা দিতে গিয়ে আমাকে বারবারই অপ্রস্তু হতে হতো। কোনভাবেই তাকে পেট্রোলের পয়সা দেয়া যেতো না। সে বলতো- কত রিয়ালই বা হয়েছে (সে দেশের মুদ্রার নাম তোমান এবং খুচরা পয়সার নাম রিয়াল) অথচ তুমি আমাদের মানুষের জন্য যা করছো, সেখানে এটাতো কিছুই না।
এদেশে (সউদী আরবে) আসার পর ডা. মুজিব সউদী আরবের রাজধানী রিয়াদে কিং ফাহদ ন্যাশনাল গার্ড হাসপাতালে প্রথমে কর্মরত ছিলেন এবং বর্তমানে রিয়াদের মিলিটারী হাসপাতালের ফ্যামিলি মেডিসিন বিভাগে কর্মরত আছেন।

ওনার স্ত্রী ডা. লুৎফা রহমান একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ। তিনিও এদেশের মিনিষ্ট্রি অব হেলথ এর অধীনে একটি ক্লিনিকে কর্মরত। এক ছেলে এবং এক মেয়ের সংসার এই ডাক্তার দম্পতির।

ছেলেটি আশফাকুর রহমান আবীর এখানকার বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ইংলিশ সেকশান থেকে 'এ ল্যাভেল' শেষ করে উচ্চ শিক্ষার জন্য বর্তমানে আমেরিকার এ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভারসিটিতে মলিকুলার বায়োলজির উপর পড়াশোনা করছে।

তার রয়েছে সঙ্গীত, কীবোর্ড এবং অভিনয়ের উপর ভালো দক্ষতা। তাইতো দেখা যায় যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে গিয়েও সে বাংলার সংস্কৃতি, সঙ্গীত সগৌরবে তুলে ধরছে বিদেশে।

মেয়ে তাসনুভা রহমান রিয়াদের বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল (ইংলিশ সেকশানে) 'এ লেভেল' করছে। তাসনুভা অভিনয়ে, সংগীতে এবং আবৃত্তিতেও রয়েছে কয়েক ধাপ এগিয়ে। তার পারফরমেন্স এখানকার সুধী এবং সুশীল সমাজের দৃষ্টি কেড়েছে। ডা. মুজিব নিজেও একজন রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুগায়ক।

আমার দ্বিতীয় তনয়া নদীর জন্মদিনে তিনি গেয়েছিলেন ...আমার সকল দুখের প্রদীপ..জ্বেলে দিবস.. গেলে করবো,, নিবেদন...আমার ব্যাথার পূজা হয়নি সমাপন.....সে অনুষ্ঠানে ছিলো রিয়াদের অনেক গুণীশিল্পীদের সমাবেশ। সবাই ডা. মুজিবের গায়কী ঢং দেখে মুগ্ধ ও চমৎকৃত হয়েছিলেন। অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়েছিলো মরুপলাশ সম্পাদকের বাসভবনে। রিয়াদে ডাক্তারদের এসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত অনেক অনুষ্ঠানেই তিনি এমনি গেয়ে থাকেন।

মরুপলাশ এর পক্ষ থেকে আমরা জানতে চাই ডা. মুজিবের ভবিষ্যত পরিকল্পনা এবং স্বপ্ন কি?

উত্তরে তিনি জানান...নিজ জেলা শহরে নয়, ঠিক নিজ গ্রামে গিয়ে ফ্যামিলি মেডিসিনের একটি কমিউনিটি হাসপাতাল স্থাপন করে আর্তমানবতার সেবা করা। সঙ্গে একটি বৃদ্ধাশ্রম খোলারও তার স্বপ্ন রয়েছে। এতে যদি হৃদয়বান ও উদার মানসিকতার লোকজন এগিয়ে আসেন, তাহলে আমার সে স্বপ্ন পুরণে সহায়ক হবে, সহজ হবে।

এখানে আমাদের বাঙালি ভাইয়েরা বিভিন্ন পেশায় কর্মরত। খোলা আকাশের নিচেই কাজ করেন অনেক খেটে খাওয়া শ্রমিক ভাইয়েরা। তাদের সম্পর্কে মরুপলাশ এর পক্ষ হতে ডা. মুজিজের পরামর্শ কামনা করি।

শুস্ক আবহাওয়া এবং ধুলিঝড়ের দেশ এটি। গত প্রায় একমাস ধরে থেমে থেমে ধুলি উড়েই চলছে। বৃষ্টির কোন লক্ষণ নেই। আর তাতে কঠিন শ্রমে নিযুক্ত বাঙালি ভাইয়েরা এবং এখানকার বেড়ে উঠা বাঙালি কাচ্চাবাচ্চারা সর্দি, কাশ এবং এ্যাজমেটিক (শ্বাস কষ্ট) সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে খুবই কষ্ট পাচ্ছে।

মরুপলাশ এর পক্ষ হতে বাঙালি ভাইদের যদি কিছুটা সহযোগিতা করা যায় তেমন কিছু পরামর্শ চেয়েছি ডা. মুজিবের কাছে। এখানকার চিকিৎসা খরচ আকাশচুম্বী। তাই অনেকের পক্ষেই অসম্ভব হয়ে পড়ে তার নিজের চিকিৎসা সেবা পাওয়ার। ডা. মুজিব উদার চিত্তেই এবং আবেগময় কণ্ঠেই বললেন- অবশ্যই বাঙালি ভাইদের সমস্যায় আমি তাদের পাশে আছি এবং থাকবো।

আমাদের সউদী প্রবাসী ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে কর্মরত বাঙলা ভাষাভাষি ভাইবোনদের উদ্দেশে ডা. মুজিবুর রহমান মরুপলাশ ইন্টারন্যাশনাল ম্যাগাজিনের মাধ্যমে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন যা নিম্নে পত্রস্থ করা হলো..

* যখন নিজে ড্রাইভ করবেন যে কোন আবহাওয়ায় আপনার গাড়ির জানালাগুলো বন্ধ রাখুন।

* আপনার ঘরের এয়ার কন্ডিশনার (এসি)টি এমন ভাবে ব্যবহার করুন যাতে কোনভাবেই তার হাওয়া সরাসরি আপনার শরীর স্পর্শ না করতে পারে।

- কোন অবস্থাতেই খুব ঠান্ডা পানি পান করবে না।

- আপনার সন্তান সহ নিজেও নরমাল তাপমাত্রার পানি পান করার অভ্যেস গড়ে তুলুন। আপনাকে অবশ্যই বেশী বেশী পানি পান করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে সঙ্গে আপনার সন্তানদেরও। তাতে আপনার কিডনি খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা বহুলাংশে কমে যাবে এবং 'মাথা ধরা'র কষ্ট থেকে মুক্তি পাবেন।..

ইতিমধ্যেই যারা ধুলাবালুর কারণে কাশে কষ্ট পাচ্ছেন তারা Histop tab / syrup নিয়মিত সঙ্গে রাখতে পারেন। দুইদিন ইহা ব্যবহার করুন। আপনার কষ্ট কমে যাবে। দুইদিন পরও যদি আপনার একই অবস্থা থাকে, তাহলে আপনার নিকটস্থ কোন চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। বড়দের জন্য টেবলেটটিই হবে উত্তম।

'হিসটপ' সিরাপটি বাচচাদের জন্য মানে যাদের বয়স ৬ থেকে ১২ বছর তাদের জন্য ৫মিঃলিঃ ২বছর থেকে ৬ বছর তাদের জন্য ২.৫০ মানে আড়াই মিঃলিঃ ব্যবহার করুন।

উল্লেখ্য, ডাক্তারের কাছে যারা সমস্যার কথা লিখবেন, তারা অবশ্যই নিজের বয়সের কথা উল্লেখ করতে ভুলবেন না। শুধুমাত্র এই ইমেইলে আপনার সমস্যার কথা লিখে পাঠান।

Email: marupalash@gmail.com

সাক্ষাৎকার গ্রহণেঃ
দেওয়ান আবদুল বাসেত
সম্পাদক,
মরুপলাশ
রিয়াদ, সউদী আরব
১৫ জুন ২০০৬ইং
আপডেটেডঃ ১৭ মে, ২০০৭ইং

www.marupalash.com